একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ সাফল্যের নেপথ্যে

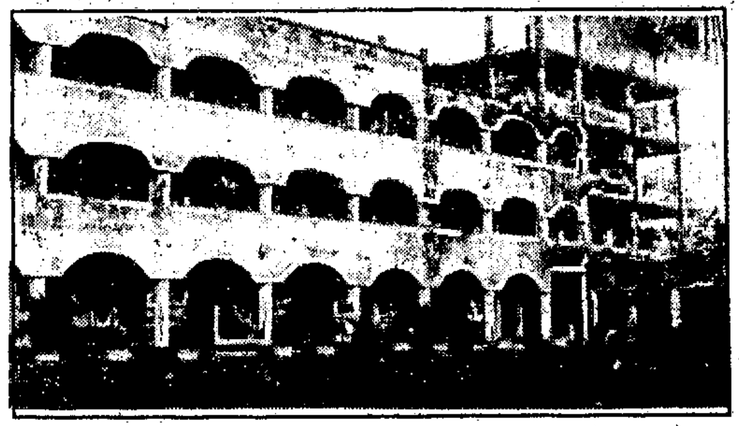

গাজীপুর জেলার টঙ্গী শিল্প এলাকা নানাদিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। এ শহরে লাখ লাখ লোকের বসবাস। উন্নত শিক্ষার জন্য অনেকের দ্বারাই তাদের সন্তানদের ঢাকাসহ অন্যান্য বড় শহরে পাঠানো সম্ভব হয় না। এই মৌলিক সমস্যার কথা চিন্তা করেই ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'টঙ্গী পৌর কিন্ডার গার্টেন।' এর প্রতিষ্ঠাতা টঙ্গী তথা গাজীপুরের কৃতী সন্তান সাবেক এমপি শিক্ষানুরাগী মোঃ হাসান উদ্দিন সরকার। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে এবং শিক্ষার প্রতি হাসান উদ্দিন সরকারে আগ্রহের কারণেই এটি সেদিন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮ সালে 'টঙ্গী পৌর কিন্ডার গার্টেন'কেই ১৯৮২ সালে 'সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী' নামকরণ করা হয়। সূর্য উদয় হলে যেমন বলে দিতে হয় না তেমনি গাজীপুর জেলাধীন টঙ্গী এলাকার 'সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী'র সাফল্যের কথাও প্রত্যক্ষদর্শীদের বলে দিতে হয় না। ২১ বছর আগে ছোট্ট পরিসরে গড়ে ওঠা আজকের বিশাল মনোরম বহুতল ভবনটিই সাক্ষ্য দেবে, এর প্রোগ্রামার অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা কত শক্তিশালী ও আধুনিক। হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে যাওয়ার প্রবাদকে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান হাসান উদ্দিন সরকার এবং তার সহকারীগণ আমলে না এনে বিদ্যুতের গতিতে প্রতিষ্ঠানটিকে পর্যায়ক্রমে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যাচ্ছেন। যে কারণে এই একাডেমীতে ১৯৯৪ সাল থেকে কলেজ শাখাও চালু করা সম্ভব হয়েছে। তাই এ প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান নাম হচ্ছে, 'সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ।'

কেজি-নার্সারী থেকে ছাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এই একাডেমীর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৫০০। প্রিন্সিপাল মোঃ হাফিজ উদ্দিন মিয়া বলেন, আমাদের পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে। লেখাপড়ার সুবিধার্থে প্রতিটি শ্রেণীকে একাধিক শাখায় বিভক্ত করে ক্লাস নেয়া হয়। সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষা নেয়া এ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য। সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পালনীয় শপথবাক্য হচ্ছে-- 'আমি ওয়াদা করছি যে, মানুষের সেবায় সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখব। দেশের একতা ও সংহতি বজায় রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকব। কখনও মিথ্যা বলব না। সর্বদা সত্য কথা বলব। সৎ পথ অনুসরণ করব। বিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম-কানুন ও শৃংখলা মেনে চলব। হে খোদা; আমাকে শক্তি দিন। আমি যেন বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। আমীন।'

একাডেমীর প্রিন্সিপাল হাফিজ উদ্দিন মিয়া আরও বলেন, একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাই, আধুনিক রুচিসম্পন্ন দক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিষদ, যা এখানে রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি বিশেষ করে কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান ও একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা জনাব হাসান উদ্দিন সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রম অর্থব্যয় ও সময়োপযোগী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণেই শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ রাত-দিন পরিশ্রম করে প্রতিষ্ঠানটিকে সম্মানজনক স্থানে আনতে পেরেছেন। প্রভাতী ও দিবা-দু'ভাগে ভাগ করে বালক বালিকাদের পৃথকভাবে ক্লাস নেয়া হয়। এলাকার এমন কি দূর-দূরান্তের অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদের এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাচ্ছে। টঙ্গী এলাকার জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উক্ত একাডেমীর সাফল্যের খতিয়ান নিম্নরূপ ঃ ১৯৯৭ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ১১ জনের মধ্যে সাধারণ বৃত্তি লাভ করে ৬ জন ও টেলেন্টপুলে ২ জন। ১৯৯৮ সালে ১০ জনের মধ্যে ৩ জন সাধারণ ও ১ জন টেলেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করে। ১৯৯৯ সালে ১৬ জনের মধ্যে ৭ জন টেলেন্টপুলে ৪ জন সাধারণ বৃত্তি লাভ করে। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায়ও এই এলাকায় এ প্রতিষ্ঠান সবার শীর্ষে। এছাড়া এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হারও অত্যন্ত সম্মানজনক অবস্থানে আছে। ১৯৯৭ সালে ১৮৯ জনের মধ্যে ১৪৫ জন, ১৯৯৮ সালে ১৬৭ জনের মধ্যে ১৪৮ জন এবং ১৯৯৯ সালে ১৫০ জনের মধ্যে ১২৯ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

তিন বছরে মোট ৫০৬ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে ৩০২ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১২০ জন দুই বিভাগে মোট ৪২২ জনসহ অন্যরাও সাফল্য লাভ করে। সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ প্রতিটি স্তরের মূল্যায়নে পর্যায়ক্রমে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখিত ফলাফলই এর প্রমাণ। এর পেছনে রয়েছে দক্ষ হাতে নিখুঁত পরিচালনা। একাডেমী সার্বিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিজস্ব জেনারেটর, পানির ব্যবস্থা, আধুনিক বিজ্ঞানাগার, মিলনায়তন, বিশাল শ্রেণীকক্ষ, নামাজের স্থান, ক্যান্টিন ও প্রশস্ত বারান্দা এমনকি ২য় ও ৩য় তলায় ওঠা-নামার জন্য (ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে) প্রশস্ত নিরাপদ সিঁড়ি নির্মাণে সুপরিকল্পনার ছাপ মেলে। ব্যবস্থাপনা কমিটি, অভিভাবক বিশ্রামাগার, শিক্ষক ও ছাত্র মিলনায়তন কক্ষগুলোকে আধুনিক সাজে সাজানো হয়েছে। বিশাল ভবনের প্রধান গেটে এমনভাবে উন্মুক্ত ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে, যেন ছাত্রছাত্রীরা বৃষ্টির সময় সেখানে দাঁড়াতে পারে। এমনকি অনেক পথিকও এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। একাডেমীর প্রধান রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ দেবদারু গাছের পাশাপাশি দেশী-বিদেশী উদ্ভিদ ও ক্যাম্পাসের মাঠের সবুজ ঘাস একাডেমীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফর্ম দৃষ্টিনন্দন বিশেষ করে বালিকাদের পোশাকে ইসলামী মূল্যবোধের ছাপ রয়েছে। একাডেমী ক্যাম্পাসের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের স্মার্ট সাজগোছ সত্যিই দেখার মত। এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে এলাকাবাসী ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাগণ যে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন, এজন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মোঃ হাসান উদ্দিন সরকার।

-মোহাম্মদ প্রত্যয় চৌধুরী

NOV 19 1999